শীর্ষে মেরি কম

ইনটারন্যাশনাল বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষে এমসি মেরি কম। ৪৮ কেজি বিভাগে তাঁর পয়েন্ট ১৭০০।

২টি টি২০, ৫টি ওডিআই

আইপিএলের আগে ফের অসি চ্যালেঞ্জ

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি ঃ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি।

আর তারই চূড়ান্ত পর্বে হোম সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হচ্ছে বিরাট কোহলিরা। শনিবার সিডনিতে ওডিআই সিরিজের উদ্‌বোধনী ম্যাচ। পুরোদমে তারই অনুশীলন চলছে মেন ইন ব্লু-র। এরমাঝেই আজ পরবর্তী ইন্দো-অসি ডুয়েলের চূড়ান্ত সূচি ঘোষণা করল দুই দেশের বোর্ড।

সফরে ২টি টি২০ ও ৫টি একদিনের ম্যাচ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। ২৪ ফেব্রুয়ারি বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে প্রথম টি২০। ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচ ২ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে হায়দরাবাদে। সিরিজের পঞ্চম তথা শেষ ম্যাচ ১৩ মার্চ। বিশ্বকাপের নিরিখে দুই দলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ। টি২০ ম্যাচগুলি শুরু হবে ভারতীয় সময় সন্ধে সাতটা থেকে। ওডিআই ম্যাচের শুরু দুপুর দেড়টায়।

অস্ট্রেলিয়ার ভারত সফর

প্রথম টি২০– ২৪ ফেব্রুয়ারি, বেঙ্গালুরু
দ্বিতীয় টি২০– ২৭ ফেব্রুয়ারি, বিশাখাপত্তনম
প্রথম ওডিআই–২ মার্চ, হায়দরাবাদ
দ্বিতীয় ওডিআই–৫ মার্চ, নাগপুর
তৃতীয় ওডিআই–৮ মার্চ, রাঁচি
চতুর্থ ওডিআই–১০ মার্চ, মোহালি
পঞ্চম ওডিআই–১৩ মার্চ, দিল্লি

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হোম সিরিজের ফলে বিরাটদের উপর চাপ নিশ্চিতভাবেই বাড়ছে। চলতি অসি সফর শেষে নিউজিল্যান্ডে উড়ে যাবে ভারতীয় দল। সেখানে টি২০- ও ওডিআই সিরিজ খেলবে। দেশে ফিরতে না ফিরতেই জিম্বাবোয়ে সিরিজ। তারপর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জোড়া সিরিজ, যার দশ দিনের মধ্যেই আইপিএলের মতো লম্বা টুর্নামেন্ট খেলবে ভারতীয় ক্রিকেটাররা। আইপিএল শেষ হতে না হতেই ৩০ মে ইংল্যান্ডের মাটিতে বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়বে। প্রস্তুতির পাশাপাশি ক্রিকেটারদের ধকলটা কীভাবে সামলান নির্বাচকরা, সেটাও দেখার।

ভলিবল লিগ স্থগিতের কারণ জানেন না এসএমকেপি সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি ঃ মাঠ সমস্যা আর ধর্মঘটে স্থগিত শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের (এসএমকেপি) ভলিবল লিগ। যা জানা নেই পরিষদের সচিব অরূপরতন ঘোষের। মাঠে প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে এসে জানতে পারেন লিগ স্থগিত হয়ে গিয়েছে। কারণ এসএমকেপি-র কর্মকর্তাদের ফোন করে বিরক্ত করা তাঁর পছন্দ নয়। অরূপরতনবাবু বলেছেন, 'আমি নিজেই জানতাম না যে লিগ স্থগিত হয়ে গিয়েছে। উদ্বোধন করতে মাঠে গিয়ে জানতে পারি। কিন্তু আমি ভলিবল সচিবের কাছে জানতে চাইনি কেন লিগ স্থগিত হল। ফোন করে আমি কাউকে বিরক্ত করা পছন্দ করি না।' এসএমকেপি-র ভলিবল সচিব প্রদ্যুৎ কুণ্ডু রাতেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়ার কথা বললেও ক্লাব সচিবরা তা জানতে পারেন খেলা শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে। প্রদ্যুৎবাবু বলেছেন, 'মূলত মাঠের সমস্যায় ভলিবল লিগ স্থগিত রাখা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বুধবার থেকে লিগ শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মঙ্গলবার রাতে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন, রবীন্দ্র সংঘ ও আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ চিঠি দিয়ে আমাকে জানায়, ধর্মঘটের কারণে ওরা বুধবার আসতে পারবে না। পাশাপাশি শনি ও রবিবার মাঠ পাওয়া যাবে না। যা আমি বুধবার রাতে জানতে পারি। আমরা যদি বৃহস্পতিবার থেকে লিগ শুরু করতাম তাহলে ১৭ তারিখের মধ্যে কোনোভাবেই শেষ করা যেত না। মাঝে বিরতি পরে যেত। এজন্যই ভলিবল লিগ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' যদিও দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের সচিব বাবুল পালচৌধুরি বলেছেন, 'আমাদের আজ দুপুর ৩টায় ম্যাচ ছিল। কিন্তু আমাদের দুপুর ১টায় জানানো হয় লিগ আজ থেকে শুরু হবে না। আমাদের খেলোয়াড়রাও চলে এসেছিল। পরিষদ থেকে আমাদের আরও আগে জানানো উচিত ছিল। একটা টুর্নামেন্টে অংশ না নিলে সংশ্লিষ্ট ক্লাবকে দু-বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়। অথচ খেলোয়াড়রা তৈরি থাকলেও ম্যাচ শুরুর মাত্র দুই ঘণ্টা আগে জানানো হয় লিগ স্থগিত। এ ধরনের ঘটনা খুবই বিরক্তিকর।' একই সুর আঠারোখাই সরোজিনী সংঘের সচিব দীপ্তেন্দু ঘোষের গলায়। বলেছেন, 'আমাদের দাদাভাইয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল। আমাদের সব খেলোয়াড় তৈরি ছিল। বাইরের প্লেয়াররা চলে এসেছিল। কিন্তু সাড়ে ১১টায় জানতে পারি লিগ স্থগিত হয়েছে। পরিষদের আরও বেশি দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। নাহলে ক্লাবকর্তাদের অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়।'

সর্বোচ্চ গোলদাতা নয়, জবির চোখ চ্যাম্পিয়নশিপে

ইস্টবেঙ্গলে কোয়েস বিরোধী বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জানুয়ারি ঃ ২২ নম্বর জার্সি। তার উপরে লেখা 'জবি জে আর'। প্যারিস সাঁ জাঁ হোক কিংবা ব্রাজিল, ঠিক এমনই জার্সি গায়ে খেলতে দেখা যায় সাম্বা তারকা নেইমারকে। তবে কি প্রিয় তারকাকে অনুসরণ করেই জার্সিতে এমন নামকরণ?

ভুল ভাঙালেন জবি জাস্টিন নিজেই। বললেন, 'এটা নেইমারের জন্য নয়। এটা আমার মা-র জন্য। আজ যে ফুটবলার হতে পেরেছি, এর পিছনে মায়ের ভূমিকা বিশাল। আমার বাবার নাম জাস্টিন আর মায়ের নাম রোসি। তাই জার্সিতে নিজের নামের পাশে দু-জনের নামের আদ্যক্ষর বসিয়েছি। ওরাই তো আমার অনুপ্রেরণা।' বলার সময় বেশ আবেগপ্লুত শোনাল ভারতীয় ফুটবলের উদীয়মান তারকাকে। বৃহস্পতিবার অনুশীলনে ছুটি দিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। শুক্রবার থেকে চেন্নাই বধের লক্ষ্যে মাঠে নামবেন জবিরা। লিগ জিততে গেলে যে চেন্নাই এক্সপ্রেসকে বেলাইন করতে হবে, তা ভালোই জানেন হাইমে, বোরহাদের সতীর্থ স্ট্রাইকার। তাই এখন থেকেই পেড্রো, স্যান্ড্রোদের হারানোর চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন তিনি। পাঁজরের চোট সমস্যা কাটিয়ে এখন অনেকটাই সুস্থ এনরিকে। ২০ জানুয়ারির আগে কলকাতায় চলে আসবেন তিনি। তবে যতদিন না মেক্সিকান স্ট্রাইকার কলকাতায় পা রাখছেন ততদিন লাল-হলুদের আপফ্রন্টে ভরসা জোগানোর আশ্বাস দিচ্ছেন জবি।

ইস্টবেঙ্গলের ঐতিহ্য রক্ষায় সমর্থকদের কোয়েস বিরোধী বিক্ষোভ। *ছবি ঃ ডি মণ্ডল*

গতবছর কেরল থেকে ইস্টবেঙ্গলে খেলতে আসলেও তেমন দাগ কাটতে পারেননি। এবারের কলকাতা লিগে ভালো শুরু করে হঠাৎই ছন্দপতন ঘটেছিল খেলায়। তবে স্প্যানিশ কোচ আলেহান্দ্রোর ছোঁয়ায় যেন নিজেকে নতুন করে ফিরে পেয়েছেন জবি। চলতি আই লিগের ১০ ম্যাচে ৭ গোল। যা এবারের আই লিগে ভারতীয় স্ট্রাইকারদের মধ্যে সর্বাধিক। দল যখনই বিপদে পড়েছে, কিংবা গোল-সংকটে ভুগছে তখনই গোল করে পরিত্রাতার ভূমিকা পালন করেছেন জবি জাস্টিন। সে ডার্বি হোক কিংবা রিয়াল কাশ্মীর ম্যাচ। এমনকি ভুবনেশ্বরে দল যখন দশ জনে হয়ে রক্ষণ সামলাতে ব্যস্ত, তখনও গোল করে কোচ আলেহান্দ্রোকে স্বস্তি এনে দিয়েছেন তিনি। এমন ফুটবলারের হয়ে জাতীয় কোচের কাছে ক্লাবের প্রশিক্ষক সওয়াল করতেই পারেন যে, জাতীয় দলে খেলার দাবিদার জবি। শুধু আলেহান্দ্রো নন, একই সুর শোনা গিয়েছে আইএম বিজয়নের গলাতেও। জবি কিন্তু এত প্রশংসার মধ্যেও নিজের কাজ ভুলছেন না। বিনয়ের সুরে তিনি বলেন, 'আলেহান্দ্রো কোচ হিসেবে অনেক বড়ো মাপের। আর বিজয়ন স্যার তো আমার অনুপ্রেরণা।' পাশাপাশি তিনি এও মনে করিয়ে দেন, 'আই লিগে কত গোল করলাম সেটা বড়ো কথা নয়, দলকে যদি চ্যাম্পিয়ন করতে পারি সেটাই হবে বড়ো পাওনা।'

এদিকে, বৃহস্পতিবার ক্লাব তাঁবুতে বিক্ষোভ দেখালেন একদল ইস্টবেঙ্গল সমর্থক। তাঁদের অভিযোগের তির মূলত কোয়েস কর্তা এবং কোচ আলেহান্দ্রোর দিকে। 'ক্লাবের ঐতিহ্য রক্ষা'র দাবিতে এদিন ক্লাব গেটে বিক্ষোভ দেখিয়ে সমর্থকরা জানান, আমাদের মাঠ থাকতেও কেন সল্টলেকে অনুশীলন করবে দল। কোচের উচিত, নিজেদের মাঠে অনুশীলন ডাকা। ফুটবলারদের অনুশীলন দেখা থেকে সমর্থকরা বঞ্চিত হচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা। পাশাপাশি মাঠ নিয়ে যদি কোনো অসন্তোষ থাকে তাহলে সেটা ক্লাবকর্তাদের জানানো উচিত বলে জানান ক্ষুব্ধ সমর্থকরা। তবে গোটা বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন ক্লাবকর্তারা। সূত্রের খবর, সমর্থকদের এই বিক্ষোভের নেপথ্যে রয়েছে ক্লাবের শীর্ষকর্তাদের উৎসাহ। কোয়েস কর্তাদের ভূমিকা যে ক্লাবকর্তাদের কাছে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। এগ্‌জিকিউটিভ কমিটির সভাতেও এই নিয়ে কোয়েস বিরোধী সুর শোনা গিয়েছে। এদিনের বিক্ষোভ তারই একটা রূপ বলে মনে করছে ফুটবল মহল। তবে গোটা বিষয়টি নিয়ে অবশ্য মাথা ঘামাতে নারাজ কোয়েস ইস্টবেঙ্গলের সিইও সঞ্জিৎ সেন। তিনি বলেন, 'আমার মনে হয়, ক্লাবে বিক্ষোভ কিছু হলে সেটা ক্লাবকর্তারা সামলে নিতে পারবেন। আর আমরা এখন বিক্ষোভ নয়, বরং ১৪ জানুয়ারির চেন্নাই ম্যাচ নিয়ে ভাবছি। ক্লাবকর্তা থেকে সমর্থক এমনকি কোয়েসের কর্মী, যাঁরা ইস্টবেঙ্গলকে ভালোবাসেন তাঁদের বলব, মাঠে এসে ক্লাবকে সমর্থন করুন।' এদিকে, শুক্রবার থেকে আলেহান্দ্রোর অনুশীলনে যোগ দিতে চলেছেন মিডফিল্ডার সিয়াম হাঙ্গল।

লিগের লড়াইয়ে ফিরতে জয় চাই সনি-শিলটনদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জানুয়ারি ঃ মিনার্ভা ম্যাচে জয়ের পর হারানো আত্মবিশ্বাস যেন অনেকটাই ফিরে এসেছে সবুজ-মেরুন শিবিরে। এবার মোহনবাগানের সামনে নেরোকা। মণিপুরের দলটির বিরুদ্ধে পুরো পয়েন্ট নিয়ে এইমুহূর্তে চ্যাম্পিয়নশিপে ফিরতেমরিয়া সনি-শিলটনরা। ইম্ফলে গিয়ে হারের পর নেরোকা ম্যাচ যে কত কঠিন তা জানা আছে বলেই সতর্ক বাগান শিবির। তবে লড়াই কঠিন হলেও জয় ছাড়া আপাতত অন্যকিছু নিয়ে ভাবছে না খালিদ জামিলের দল।

বহুদিন বাদে চোট সারিয়ে বুধবার মিনার্ভার বিরুদ্ধে পুরো সময় খেললেন সনি নরডি। তাঁর বক্তব্য, 'আত্মতুষ্টির কোনো জায়গা নেই। দলের সবাইকে আরও পরিশ্রম করতে হবে। সামনের ম্যাচটা অত্যন্ত কঠিন কারণ নেরোকা ১১ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে আছে। এখান থেকে জিতে ওরা আরও এগিয়ে যেতে চেষ্টা করবে। কিন্তু ঘরের মাঠের সুবিধা কাজে লাগিয়ে আমাদের এই ম্যাচটা জিততেই হবে।' একটা ম্যাচ জয়ের পরই বদলে গিয়েছে বাগানের দমবন্ধ করা পরিবেশটা। ফুটবলারদের পাওয়া গেল হাসিখুশি মেজাজে। এই প্রসঙ্গে দলের সিনিয়র ফুটবলার শিলটন পাল বলেন, 'পয়েন্ট না পাওয়ার জন্য দল কিছুটা চাপে পড়ে গিয়েছিল। তাই মিনার্ভা ম্যাচে জয়টা খুব দরকার ছিল। ওই জয়ের ফলে ফুটবলারদের মধ্যে হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে। সবাই যে চাপের মধ্যে ছিল, সেই পরিস্থিতিটাও কাটিয়ে ওঠা গিয়েছে। এরপর নেরোকা ম্যাচ জিতলেই আমারও লিগের দৌড়ে ফিরে আসতে পারব।'

দু-দিনের ব্যবধানেই ম্যাচ খেলতে হচ্ছে মোহনবাগানকে। ক্লান্তি যে কিছুটা হলেও চিন্তার কারণ তা স্বীকার করছেন সকলেই। সনির কথায়, 'দু-দিন অন্তর আমাদের ম্যাচ খেলতে হচ্ছে এটা সত্যিই খুব কঠিন। ফুটবলাররা বিশ্রাম পাচ্ছে না। কিন্তু শনিবারের পর ডার্বির আগে অনেকটা সময় পাবো প্রস্তুতির জন্য। যা খুব কাজে লাগবে নিজেদের তৈরি করতে। এই বড়ো ম্যাচটা আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।' চোটের কারণে আগের ডার্বি খেলতে পারেননি সনি এবং প্রথম পর্বে নেরোকার বিরুদ্ধে মাঠে নামতে পারেননি হাইতিয়ান ম্যাজিশিয়ান। শনিবার সনিকে খেলতে হবে পুরোনো দুই সতীর্থ এডু-কাটসুমিদের বিরুদ্ধে। যদিও লড়াই যে ব্যক্তিগত নয় তা উল্লেখ করতে ভুললেন না তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'লড়াইটা সনি বনাম এডু বা কাটসুমি হবে না, নেরোকা আসছে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলতে। ওদের স্ট্রাইকিং লাইন অত্যন্ত ভালো। সেই অনুযায়ী নিশ্চয় আমাদের কোচ পরিকল্পনা করবেন। প্রথম পর্বের ম্যাচে আমরা নেরোকার বিরুদ্ধে খারাপ খেলিনি, অনেক সুযোগ এসেছিল সেটা কাজে লাগাতে না পারার জন্যই হারতে হয়েছিল। আশাকরি এই ভুল আর নিজেদের মাঠে হবে না।' শুধু নেরোকা নয় চলতি আই লিগে অনেক ম্যাচেই এগিয়ে গিয়েও জয় অধরাই থেকেছে সবুজ-মেরুনের। তাই দায়িত্ব নিয়েই রক্ষণে বিশেষ জোর খালিদের। দলের অভিজ্ঞ ফুটবলার শিলটনও বললেন, 'শুধু নেরোকা নয় বেশ কয়েকটি ম্যাচেই আমরা গোল ধরে রাখতে পারিনি। তাই কোচ বলেছেন আমাদের কোনোভাবেই গোল হজম করা চলবে না। সেভাবেই রক্ষণ সংগঠনে জোর দিচ্ছেন তিনি।' এর পাশাপাশি নতুন কোচ প্রসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'আগে কোনোদিন খালিদ জামিলের কোচিংয়ে খেলিনি। তবে দু-দিন হল যেটুকু দেখছি তাতে খালিদ ফুটবলের মধ্যে ডুবে থাকেন। খেলোয়াড়দের সঙ্গে সবসময় আলোচনা করেন। সনি সহ সবাইকে যেভাবে দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছেন তাতে সবাই হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে।'

অন্যদিকে, বুধবারের ম্যাচে প্রথম একাদশের ফুটবলাররা এদিন হালকা ফিজিক্যাল ট্রেনিং এবং রিকভারি করেন। বাকিদের পুরোদমে অনুশীলন করান বাগান কোচ। এরপর ক্লাব তাঁবুতে প্রত্যেক ফুটবলারের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেন কোচ। তাদের ভুলত্রুটি গুলো শুধরে দেন। দুপুরে দীর্ঘক্ষণ প্রাক্তন ফুটবলার সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করতেও দেখা যায় তাঁকে। শুরুর যাবতীয় জড়তা কাটিয়ে তিনি যে আপাতত মোহনবাগানকে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন করতে চান তা দ্বিতীয় দিনেই বুঝিয়ে দিলেন এই মুম্বইকর।

দুই অর্ধে দুটো ভুলে হার সুনীলদের শেষ আশা বাহারিন ম্যাচ

সংযুক্ত আরব আমিরশাহি–২ ভারত–০
(আল সামসি, আলি মাপকুদ)

আবু ধাবি, ১০ জানুয়ারি ঃ সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে শেষবার ভারত জিতেছিল ২০০১ সালে। যাঁর গোলে, সেই জুলস আলবার্তো এদিন নিশ্চয় লন্ডনের প্রবল ঠান্ডাতেও উত্তেজনায় ঘামছিলেন ম্যাচটা দেখতে দেখতে। বহুকাল বাদে তৈরি হওয়া আশাটা অবশ্য এদিন দুই অর্ধের দুটো ভুলে হাতছাড়া হল। ৫৫ মিনিটে উদান্তা সিংয়ের শটটা পোস্টে লেগে না ফিরলে হয়তো এদিনই শেষ ষোলোয় পৌঁছে যেত ভারত। প্রি-কোয়ার্টারে যাওয়ার সম্ভাবনা বাহারিন ম্যাচ পর্যন্ত অবশ্য থাকছে। ১৪ তারিখ জিতলে সরাসরি, ড্র করলেও ক্ষীণ সুযোগ হতে পারে।

আসলে বিকেলেই থাইল্যান্ড হারিয়েছে বাহারিনকে। যারা নাকি আবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সঙ্গে প্রথম ম্যাচেই ড্র করেছিল। এরপরেও যদি ভারতবাসী আশায় বুক না বাঁধে, তাহলে আর কবে বাঁধবেন? আসলে সুনীল, প্রীতম, প্রণয়রা এখন আন্তর্জাতিক ফুটবলে চোখে চোখ রেখে দাঁড়াতে পারেন। শুধুই অংশ নিতে যান না এশিয়ান কাপের মতো টুর্নামেন্টে। যার প্রমাণ, মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে ভারতের দু-দুটো প্রায় নিশ্চিত সুযোগ এবং ২২ মিনিটে উদান্তার ক্রস থেকে করমর্দন দূরত্ব থেকে সুনীল ছেত্রীর হেডটা গোলে না যাওয়াটাই ছিল আশ্চর্যের। সবকটাই আরবের গোলরক্ষক বাঁচালেন অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে। নাহলে কে বলতে পারে, ওই সময়েই লেখা হয়ে যায় না ম্যাচের ভাগ্য? ফিফা র‍্যাংকিংয়ে ৭৯-তে থাকা একটা দলকে সমীহ করাটাই স্বাভাবিক। কারণ ভারত অনেকটা

এশিয়ান কাপ

পিছনে (৯৭)। চেহারাও বেশ বড়োসড়ো আমিরশাহি ফুটবলারদের। প্রথম একাদশে কোনো বদল ছিল না ভারতীয় দলে। কিন্তু স্টিফেন কনস্ট্যানটাইন বদলটা এনেছিলেন খেলার স্টাইলে। কোনো বাড়তি হাঁকপাঁক নয়, নিজেদের বক্সের সামনে ভিড় বাড়িয়ে রাখ যখন প্রতিপক্ষ আক্রমণে আসছে। আর মাঝে মাঝে ডিফেন্স চেরা থ্রু বাড়িয়ে দাও। যা ধরার জন্য সুনীল এবং আশিক কুরিয়ান আছেন। কনস্ট্যানটাইন জমানায় কিন্তু ভারতীয় দলের গড় গতি অনেকটাই বেড়েছে। মূলত আইএসএল ফুটবলাররা ভারতীয় দলে খেলেন বলেই সুবিধাটা হল, দুই পর্যায়েই তাঁরা ফুটবল ট্রেনিং-এর যাবতীয় সুযোগসুবিধাগুলো পেয়ে যান। যা শারীরিক সক্ষমতা বাড়াতেও সাহায্য করছে ভারতীয় ফুটবলারদের।

তবে বাড়তি জোর দিতে গিয়ে দুই অর্ধেই শেষদিকে বেদম হয়ে যান প্রীতম-শুভাশিসরা। এই সময়েই দুটো গোল আমিরশাহির। বিরতির কিছু আগে প্রথম গোল। সন্দেশ-আনাস কেউই আলি আহমেদের পা থেকে বল বার না করে এগোতে দিয়ে বিপদ ডেকে আনলেন। পাশাপাশি দৌড়ানো আল সামসিকে মাইনাস করতেই ৪১ মিনিটে আগুয়ান গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধুর মাথার উপর দিয়ে ১-০ করেন তিনি। শেষ গোলটাও গতিতে প্রীতমকে পরাস্ত করে আলি মাপকুদের। ম্যাচের একেবারে শেষমুহূর্তে সন্দেশের হেড আবার পোস্টে লাগায় খালি হাতেই ফিরল ভারত।

ভারত ঃ গুরপ্রীত, প্রীতম, সন্দেশ, আনাস, শুভাশিস, উদান্তা (জ্যাকিচাঁদ), প্রণয়, অনিরুদ্ধ (রাওলিন), হোলিচরণ (জেজে), আশিক ও সুনীল।

টেস্টে ঋদ্ধির প্রয়োজন এখনও ফুরোয়নি : সম্বরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি ঃ ঋষভ পন্থের দুরন্ত উত্থানেও ঋদ্ধিমান সাহার সামনে টেস্ট দলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়নি। সময়ই বলে দেবে বিরাট কোহলির টেস্ট দলে কাকে উইকেটের পেছনে দেখা যাবে। বৃহস্পতিবার দিল্লি পাবলিক স্কুলের ক্রিকেটের ফাইনালে এসে শহরের ক্রিকেট রত্নকে নিয়ে প্রত্যাশা বাঁচিয়ে রাখলেন বাংলার রনজিজয়ী অধিনায়ক সম্বরণ ব্যানার্জি। বলেছেন, 'দুই ধরনের উইকেটরক্ষক হয়। একজন ব্যাটসম্যান-কিপার। অন্যজন কিপার-ব্যাটসম্যান। ঋষভ দ্বিতীয় ঘরানার। ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ায় দুটো টেস্ট শতরান করেছে ঋষভ। কিন্তু উইকেটের পেছনে এখনও নির্ভরযোগ্য নয়। ক্যাচ ছেড়েছে, প্রচুর বাই দিয়েছে। আমি এখনও মনে করি ঋদ্ধি দেশের একনম্বর উইকেটরক্ষক। ওকে সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরতে দিন, সময় ঠিক করবে কাকে নির্বাচকরা টেস্ট দলের উইকেটকিপারের দায়িত্ব দেবেন। ঋদ্ধির আশা এখনও শেষ হয়ে যায়নি।' বছর ঘুরতে চলল ঋদ্ধিমান ক্রিকেটের বাইরে। আইপিএলে শেষ দেখা গিয়েছিল শিলিগুড়ি-তনয়কে। কবে ফিরবেন ঋদ্ধি? বেশ কিছু অনুষ্ঠানে ঋদ্ধিমানের সঙ্গে মঞ্চ ভাগের সুবাদে একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল সম্বরণের। বলেছেন, 'মনে করেছিলাম এই মাসেই অনুশীলনে ফিরবে ঋদ্ধিমান। এখন তো রনজি ট্রফি থেকেও ছিটকে গেল বাংলা। ঘরোয়া মরশুমে পড়ে শুধু মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০। ক্লাব ক্রিকেটে খেলেই ঋদ্ধিকে নিজের ফিটনেসের প্রমাণ দিতে হবে।' কয়েক বছর আগেও কলকাতার বাইরে রাজ্যের ক্রিকেট ছড়িয়ে দিতে টার্ফ উইকেট বানাতে উদ্যোগী হয়েছিল সিএবি। বর্তমানে তাদের সেই উদ্যমে ভাটার টান। কারণটা জানা নেই সম্বরণের। বলেছেন, 'জানি না কেন বন্ধ হয়ে গেল। ক্রিকেটের উন্নতিতে টার্ফ উইকেট প্রয়োজনীয়। ম্যাটে খেলে কিছু হবে না।'

সেরা ডিপিএস 'এ'

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি ঃ দিল্লি পাবলিক স্কুলের ১৬ দলীয় (ডিপিএস) স্কুল ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল আয়োজকদের 'এ' দল। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা ৯ উইকেটে এইচবি বিদ্যাপীঠকে হারিয়েছে। ডিপিএসের মাঠে টসে জিতে এইচবি ১৯.৩ ওভারে ১০১ রানে অলআউট হয়। করণ মাহাতো ৩৬ রান করে। রণিত রাজ ১৪ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। জবাবে ডিপিএস 'এ' ১৫.৩ ওভারে ১ উইকেটে ১০৫ রান তুলে নেয়। রণিত ৪৮ রানে অপরাজিত থাকে। ফাইনালের সেরা ও সেরা ব্যাটসম্যান রণিত। প্রতিযোগিতার সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কারও তাঁর দখলে গিয়েছে। সেরা বোলার রৌনক। সেরা উইকেটরক্ষক ডিএভি স্কুলের আদিত্য সিনহা। সেরা ফিল্ডার ওয়েস্ট পয়েন্ট স্কুলের হেরেন্দ পাসোয়ান। সম্ভাবনাময় ক্রিকেটারের পুরস্কার গিয়েছে ডিপিএসের তমোঘ্ন সাহার দখলে। ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল। পুরস্কার তুলে দেন কোচ জয়ন্ত ভৌমিক, বিদ্যাভারতী ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট রামবিলাস পাসোয়ান প্রমুখ।

ডিপিএসের ফাইনালে সম্বরণ ব্যানার্জি। ছবি ঃ সূত্রধর

শচীনেরও আগে পূজারার ধৈর্য, মত ল্যাঙ্গারের

সিডনি, ১০ জানুয়ারি ঃ পূজারা-বন্দনায় ভাঁটার লক্ষণ নেই। ওডিআই সিরিজের প্রস্তুতির মাঝে আজ পূজারার প্রশংসায় মাতলেন অস্ট্রেলিয়ার কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার। যার সামনে পিছিয়ে রাখলেন শচীন তেন্ডুলকারকেও!

ইন্দো-অসি যুদ্ধে একদা শচীনের প্রতিপক্ষ ল্যাঙ্গার বলেন, 'কোনো ব্যাটসম্যানকে পূজারার মতো বলের উপর এভাবে নজর রাখতে দেখিনি। শচীন তেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়ের কথা মাথায় রেখেও একথা বলছি। ওর মনঃসংযোগ ভাঙাটা প্রতিপক্ষের কাছে বিশাল চ্যালেঞ্জ। বোলার হোক বা ব্যাটসম্যান, আমাদের প্রত্যেকের ওর থেকে শেখা উচিত।'

ল্যাঙ্গার আশাবাদী, ওডিআই সিরিজে ব্যর্থতা কাটিয়ে তুলতে পারবেন তারা। বলেন, 'পূজারা, বিরাটের বিরুদ্ধে আমাদের হাতে ছিল বিশ্বসেরা স্পিনার, তিনজন দুর্দান্ত পেসার। কিন্তু উত্তেজক টক্করটা বোলারদের মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্লান্ত করে দিয়েছে। ওডিআই সিরিজে অবশ্য একঝাঁক নতুন মুখ। দলের চেহারায়ও একাধিক রদবদল। ফলে নতুন শক্তি, খিদে নিয়ে নামব আমরা। আমি আশাবাদী।' প্রসঙ্গত, তিন মূল পেসার মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউডকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে ওডিআই সিরিজে।

নিজের নতুন ব্রিগেড নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হলেও, ভারত যে পঞ্চাশ ওভারের ফর্মাটেও সমান শক্তিশালী, তা স্বীকার করে নিচ্ছেন অসি কোচ। ল্যাঙ্গার বলেন, 'উচ্ছ্বাসটা প্রত্যাশিত। প্রথমবার টেস্ট সিরিজ জিতল ওরা। ভারত সফরে আমরা ২০০১-এ হারার পর ২০০৪-এ শেষপর্যন্ত যখন নাগপুরে ওদের হারালাম, তখন মনে হচ্ছে কেরিয়ারের এভারেস্টে পৌঁছে গিয়েছি আমরা। ভারতের ঠিক তাই। এই ভারতীয় দলটা ওডিআই ফর্মাটেও বেশ শক্তিশালী। আমাদের যে চ্যালেঞ্জটা নিতে হবে। আশাকরি টেস্ট সিরিজের তুলনায় ওডিআই সিরিজে ভালো পারফর্ম করতে সক্ষম হব আমরা।'

নাথান লায়োনকে ওডিআই সিরিজে ডেকে নেওয়াকে স্বাগত জানিয়েছেন ল্যাঙ্গার। বলেন, 'সাদা বলের ক্রিকেটে (সংক্ষিপ্ত ফর্মাট) ওর রেকর্ড ভালো। এই মুহূর্তে ও বিশ্বসেরা স্পিনার। বিশ্বকাপ সামনে। তার আগে ওকে যদি না খেলায়, তা ভুল হবে। লায়োন খুব ভালো ফিল্ডার। ফিট রয়েছে। আমি উত্তেজিত, ওডিআই কামব্যাকে ওর পারফরম্যান্স দেখার জন্য। ওডিআই ফর্মাটে বিশ্বকাপের আগে পাওয়া ম্যাচগুলি নিয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। আশাবাদী, লায়োন সহ দলের প্রত্যেকেই ম্যাচগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারবে।'

'আইডল' ভিভের প্রশংসায় মুগ্ধ পূজারা

রাজকোট, ১০ জানুয়ারি ঃ আইডল স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডসের থেকে প্রশংসা পেয়ে মুগ্ধ চেতেশ্বর পূজারা। অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের প্রথমবার টেস্ট সিরিজ জয়ের জন্য বিরাট ব্রিগেডকে শুভেচ্ছা জানাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি। সেখানে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দারুণ দাপট দেখিয়ে সিরিজ জয়ের জন্য বিরাট কোহলি ব্রিগেড ও বন্ধু রবি শাস্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান তিনি। পাশাপাশি যেখানে চার টেস্টে তিন শতরান সহ পূজারার ৫২১ রানকে ভিভ প্রশংসায় ভরিয়ে বলেন, 'সোনায় মোড়ানো কিছু ইনিংস পূজারার থেকে দেখতে পেয়েছি।' যা শুনে পূজারা পালটা উত্তর দিয়েছেন, 'অনেক ধন্যবাদ স্যার। আপনাকে দেখে বড়ো হয়েছি, তাই আপনার মতামতটা দারুণ গুরুত্ব রাখে।' ভিভও পূজারাকে পালটা ফের শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, 'যেভাবে কঠোর পরিশ্রম করছ, সেটা চালিয়ে যাও। ভবিষ্যতে আরও অনেক সাফল্যের জন্য আগাম শুভেচ্ছা জানানো রইল।'

জিতল ম্যান সিটি, হার চেলসির

ম্যাঞ্চেস্টার, ১০ জানুয়ারি ঃ লিগ কাপের সেমিফাইনালে বুলডোজার চালাল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। লিগ ওয়ানের তৃতীয় সারির ক্লাব বার্টন অ্যালবিয়নকে ৯-০ গোলে হারিয়েছে পেপ গুয়ার্দিওলার ছেলেরা। একাই চার গোল করলেন ব্রাজিলের স্ট্রাইকার গ্যাব্রিয়েল জেসাস। জেসাস ছাড়াও একটি করে গোল করেন কেভিন ডি'ব্রুয়েন, ফিল ফোডেন, কাইল ওয়াকার, রিয়াদ মাহরেজ ও ওলেকজান্ডার জিনচেঙ্কো। ২৩ জানুয়ারি বার্টনের ঘরের মাঠে দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে মুখোমুখি হবে ম্যান সিটি। লিগ কাপের অপর সেমিফাইনালে চেলসিকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার দৌড়ে এগিয়ে টটেনহ্যাম হটস্পার।

প্লাজার জোড়ায় জিতল চার্চিল

ভাস্কো, ১০ জানুয়ারি ঃ আই লিগে ফের প্লাজা ম্যাজিক। ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো স্ট্রাইকারের দুরন্ত ফর্মে ভর করে গোকুলাম কেরালা এফসি-কে ৩-১ গোলে হারাল চার্চিল ব্রাদার্স। ম্যাচে জোড়া গোল করে নায়ক উইলিস প্লাজা। এই নিয়ে ১২ ম্যাচে ১১টি গোল হয়ে গেল তাঁর। এদিনের জয়ের সুবাদে ১২ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের দুই নম্বরে উঠে এল চার্চিল। চার্চিলের হয়ে অপর গোলটি করেন ডাওদা সিসে। গোকুলামের গোলটি মার্কাস জোসেফের। ১২ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের নয় নম্বরে বিনো জর্জের দল।

কেরল, সৌরাষ্ট্রের সঙ্গে কোয়ার্টার ফাইনালে গুজরাটও

নাদায়ুন (হিমাচলপ্রদেশ), ১০ জানুয়ারি ঃ রনজির গ্রুপ পর্যায়ের শেষদিন পর্যন্ত চলল কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার লড়াই। গ্রুপ 'এ' ও 'বি' মিলিয়ে ১৮ দলের মধ্যে পাঁচটি দলকে প্রথমবার কোয়ার্টার ফাইনালে তোলার পন্থা করায় শেষমুহূর্ত পর্যন্ত বজায় ছিল উত্তেজনা। শেষদিনে গ্রুপ 'এ' ও 'বি' থেকে শেষ তিনটি দল হিসেবে শেষ আটে স্থান পাকা করল সৌরাষ্ট্র, কেরল ও গুজরাট। আগেই এই মিলিত গ্রুপ থেকে গতবারের রনজি চ্যাম্পিয়ন বিদর্ভ ও কর্ণাটক কোয়ার্টারে ফাইনালে স্থান পাকা করে রেখেল। গ্রুপ সি থেকে রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ আর প্লেট গ্রুপ থেকে উত্তরাখণ্ডের উত্তরণও ছিল পাকা। শেষ আটে 'এ' ও 'বি' গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে থাকা বিদর্ভের মুখোমুখি হচ্ছে প্লেট থেকে ওঠা উত্তরাখণ্ড। সৌরাষ্ট্র খেলবে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে। কর্ণাটকের সামনে রাজস্থান ও কেরল-গুজরাট মুখোমুখি হবে। কেরলকে শেষদিনে ম্যাচ জেতালেন তাদের ব্যাটসম্যানরা। বিনুপ মনোহরণ (৯৬), শচীন বেবি (৯২) ও সঞ্জু স্যামসনের (অপরাজিত ৬১) অর্ধশতরানে ৫ উইকেটে ম্যাচ জেতে কেরল। হিমাচলপ্রদেশও জয়ের লক্ষ্যে গতকালের ৮ উইকেটে ২৮৫ রানে দ্বিতীয় ইনিংস ছেড়ে দেয়। জয়ের জন্য কেরলের টার্গেট ছিল ২৯৭। ৫ উইকেটে ২৯৯ রান তুলে নিয়ে ২৬ পয়েন্টে শেষ আটে গেল কেরল। একই পয়েন্ট নিয়ে শেষ আটে গেল গুজরাটও। একমাত্র দল হিসেবে গুজরাটেরই সব ম্যাচ খেলা হয়ে গিয়েছিল আগেই। এদিকে, বিদর্ভের (২৯) বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র করলেও প্রথম ইনিংসে লিডের সুবাদে তাদের মতোই ২৯ পয়েন্ট নিয়ে কোয়ার্টারে গেল সৌরাষ্ট্র। বরোদার কাছে ২ উইকেটে হারলেও ২৭ পয়েন্টের সুবাদে কোয়ার্টারে পৌঁছাল কর্ণাটকও।

রনজির কোয়ার্টার ফাইনাল
বিদর্ভ বনাম উত্তরাখণ্ড
সৌরাষ্ট্র বনাম উত্তরপ্রদেশ
কর্ণাটক বনাম রাজস্থান
কেরল বনাম গুজরাট

জিতল রাইজিং

কিশনগঞ্জ, ১০ জানুয়ারি ঃ হীরকজয়ন্তী উপলক্ষ্যে জেলা ক্রিকেট সংস্থার ২০ দলীয় প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার রাইজিং স্টার ক্লাব ১৪৯ রানে ধরমগঞ্জকে হারিয়েছে। রুইধাসা মাঠে টসে জিতে রাইজিং ৩০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৪৪ রান তোলে। তাদের অভিজিৎ দাস সর্বোচ্চ ৫৯ রান করেন। সন্তোষ রায়ের অবদান ৩৪। অমর ৩৯ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সৌরভও (৫৬/২)। জবাবে ধরমগঞ্জ ১৬.১ ওভারে ৯৫ রানে গুটিয়ে যায়। রাজা ৩০ রান করেন। আজাদ ২১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন অভিজিৎও (২১/২)।

প্রগতির ক্রিকেট কাল

জলপাইগুড়ি, ১০ জানুয়ারি ঃ প্রগতি ব্যায়ামাগারের সব্যসাচী ঘোষ ও রামকুমার মাহাতো ট্রফি নকআউট ক্রিকেট শনিবার শুরু হবে। আয়োজকদের পক্ষে জানানো হয়েছে, এফইউসি মাঠে অনুষ্ঠেয় আসরে ৮ দল খেলবে।